Trinanjan Chakraborty
https://www.facebook.com/share/p/196ekDZDM8/

সত্তরের দশক মুক্তির দশক। কথা ছিল হওয়ার। শুধু এই বঙ্গে নয়, সারা ভারতে। শুধু এই ভারতে নয়, গোটা পৃথিবীতে। এই মহা-আলোড়ন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তি নিয়ে আসেনি ঠিকই, তবে মানতে তো দ্বিধা নেই যে বহু সামাজিক মুক্তির উৎসমুখ খুলে গিয়েছিল পরবর্তীতে এই ঢেউয়ের ধাক্কায়। তার একটির নামই আপাতত বলি — নারীমুক্তি।
তাই হয়তো, নারী এই আখ্যানের এক প্রধান ধারক। পাঞ্চালী। একজন স্বেচ্ছাধীন নারীর এর চেয়ে ভাল নাম আর কী বা হতে পারে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জুনের রথের ঘোড়ার অদৃশ্য দ্বিতীয় সারথি তো এই পাঞ্চালীই, বা পাঞ্চালীর অমর্ষিত কামনা। প্রধান দুই যোদ্ধা — ভীম ও অর্জুন যার দুই প্রণয়ী। আমাদের আখ্যায়িকায় তাদের নাম নিরুপম ও দ্রোণ। হ্যাঁ, সত্তরে ঝরে যাওয়া সেই 'দ্রোণ-ফুল' — দ্রোণাচার্য ঘোষ।
নিরুপম, দ্রোণ ও পাঞ্চালী — প্রধানত এই তিন বীর ও বীরাঙ্গনাকে আলম্ব করে এগোয় কাহিনি। এবং এই কুরুক্ষেত্রের কেন্দ্রে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ — শ্রী চারু মজুমদার। আর পাই আরেক চরিত্র সুকান্তি, যাঁর ভূমিকা মহাভারতের দ্রষ্টা সঞ্জয়ের। কুরুক্ষেত্রের গোটা যুদ্ধটা বিধৃত হচ্ছে যেন সুকান্তির ধ্যানদৃষ্টিতে। আমাদের মতো জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রদের আর 'খতম-লাইন'-এর প্রতি বিশ্বাসে অন্ধ চারু মজুমদারকেও তিনি যুদ্ধের আসল খবর দিয়ে যেন বৃথাই সজাগ করে তুলতে চান। এছাড়াও আছেন ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক অজস্র কুশীলব। তাঁরা একসাথে বুনে তোলেন সেই সময়ের এক সামূহিক চালচিত্র। বিগত শতকের পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের অস্থিরতার নির্যাসকে তার যাবতীয় তিক্ত-কষায়-মধুর সমেত যদি কেউ আস্বাদন করতে চান তো আসতেই হবে এই বইয়ের কাছে।
নকশাল আন্দোলন নিয়ে উপন্যাস খুব কম লেখা হয়নি। তাদের প্রত্যেকটিই নিজগুণে অনন্য। কিন্তু অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের Ashoke Mukherjee 'আটটা-নটার সূর্য'(দেজ পাব্লিশিং) ব্যাপ্তি ও গভীরতায় সত্যিই যেন এক 'মহাভারত'।